ক্ষুন্ন হচ্ছে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাও

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা কিংবা স্থানীয় নানা ঘটনা মুহূর্তেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে।

মেহেরপুরেও গত কয়েক বছরে ফেসবুক পেজ, গ্রুপ ও ব্যক্তিগত আইডিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কনটেন্ট তৈরির প্রবণতা বেড়েছে।

তবে ইতিবাচক কনটেন্টের পাশাপাশি কনটেন্ট তৈরির নামে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও রুচিহীন ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

মিম কিংবা বিনোদনের নামে তৈরি এসব ভিডিওর অনেকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, স্থানীয় ঘটনা, কথাবার্তা ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কোথাও ব্যবহার করা হচ্ছে অশালীন ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি। আবার কোনো কোনো ভিডিওতে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয়কে হাস্যরসের উপকরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্যেই এসব কনটেন্টে চমকপ্রদ ও কুরুচিপূর্ণ উপাদান যুক্ত করা হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত বিভিন্ন মিম পেজ, ফেসবুক গ্রুপ ও কনটেন্টভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে চোখ রাখলে দেখা যায়, অল্প সময়ে বেশি দর্শক ও শেয়ার পাওয়ার প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। একটি ভিডিও কিছুটা জনপ্রিয় হওয়ার পর একই ধরনের আরও ভিডিও তৈরি হচ্ছে। ফলে বিনোদনের নামে তৈরি কনটেন্টের ভাষা ও উপস্থাপনায় অশালীনতার ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এতে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মান মর্যাদাও ক্ষুন্ন হচ্ছে।

কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে ব্যক্তিগত বিষয়কে বিনোদনের উপকরণ বানানো নিয়ে। কারও কথা বলার ধরন, পোশাক, চলাফেরা, পারিবারিক বিষয় কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মিম ও ভিডিও। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

থেকে নিজেদের বিরত রেখে নিজেদের একটি পরিচয় তৈরি করুন।”

কনটেন্ট ক্রিয়েটর এমপি রকি বলেন, “কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে কিছু বার্তা তুলে ধরি। এই বার্তাটা অবশ্যই শালীন হতে হবে। আমরা যদি আমাদের ভিডিওতে খারাপ কিছু তুলে ধরি, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভিউ হলেই কনটেন্ট ক্রিয়েটর হওয়া যায় না। যেকোনো ভিডিওতেই ভিউ হতে পারে, কিন্তু সেটা সমাজের জন্য এবং নিজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। যারা নেতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ এমন ভিডিও বানান, যাতে সমাজের মানুষ কিছু শিখতে ও জানতে পারে।”

ট্রাভেল কনটেন্ট নির্মাতা রাগীব শাহরিয়ার বলেন, “সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় বেশি চোখে পড়ছে মেহেরপুর থেকে অনেক বেশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৈরি হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ শুধু মেহেরপুরকেন্দ্রিক ভিডিও করেন। তাঁরা মেহেরপুরের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাপন মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। তবে এর মধ্যে একটি পক্ষ রয়েছে, যারা মেহেরপুরের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে পুরো বাংলাদেশে প্রচার করছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, সামান্য কিছু ভিউয়ের জন্য যদি আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বিকৃত করি, তাহলে এর খারাপ প্রভাব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে।”

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে কনটেন্ট তৈরির পদ্ধতিও বদলেছে। মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ ও সম্পাদনার পাশাপাশি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে ছবি ও ভিডিও পরিবর্তন করা সম্ভব। ফলে বাস্তবে ঘটেনি এমন দৃশ্যও বাস্তবের মতো উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।

এ ধরনের প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি অপব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে। কোনো ব্যক্তির ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হলে তা সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়রানির কারণ হতে পারে।

মেহেরপুরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ তরুণ। ফলে তাঁদের সামনে কী ধরনের কনটেন্ট যাচ্ছে, সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিয়মিত অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও সামনে আসতে থাকলে সেটিকে স্বাভাবিক বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় কাটায়। তাঁদের সামনে থাকা কনটেন্টের ভাষা, উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তু সামাজিক আচরণ ও মূল্যবোধে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটিও আলোচনার দাবি রাখে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, “সোশ্যাল মিডিয়া বিনোদন ও শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর গুরুত্ব আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

এক্ষেত্রে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অশ্লীল, মূল্যবোধবিরোধী এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন কনটেন্ট তৈরি করছেন। এই কনটেন্ট তৈরির কারণে আমাদের নতুন প্রজন্মের যে ইতিবাচক পরিবর্তন দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। একটি কনটেন্টে শুধু ভিউ, লাইক, কমেন্টই সবকিছু নয়। আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যাতে স্থায়ী পরিবর্তন হয় এবং মানুষ সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।”

ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার, কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট তৈরি এবং এআই দিয়ে ছবি পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আইনগত প্রশ্নও রয়েছে।

আইনজীবী আ.ন.ম. আল মামুন-অনল বলেন, “এ কয়দিন কুরুচিপূর্ণ পোস্ট ও এআই দিয়ে তৈরি ছবি এ ধরনের অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা পর্নোগ্রাফি আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই থেকে সাত বছর সাজা এবং সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান আইনে আছে। তবে সাইবার সিকিউরিটিতে মামলা করতে হলে বিভাগীয় জেলায় যেতে হয়। এ কারণে অনেকেই এ ধরনের মামলা করতে চান না। থানাতেও করা যায়, কিন্তু থানা সচরাচর এ ধরনের মামলা নিতে চায় না। যার কারণে মেহেরপুরে সাইবার বুলিং বা সাইবার ক্রাইম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী ধরনের কনটেন্ট দেখছে, তা নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট শিশু-কিশোরদের সামনে সহজেই পৌঁছে যাওয়ায় পরিবার থেকেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক মনিরা বেগম বলেন, “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী দেখছে, সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিনোদনের নামে কুরুচিপূর্ণ বা

অশালীন কনটেন্ট সামনে এলে তাদের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।”

আরেক অভিভাবক রিতা খাতুন বলেন, “মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন শিশু-কিশোরদের জীবনের অংশ। তাই কনটেন্ট নির্মাতাদেরও দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও তৈরি না করে ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করা উচিত।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করা বর্তমানে অনেকের জন্য সৃজনশীলতা প্রকাশ ও আয়ের মাধ্যম। মেহেরপুরের অনেক তরুণ ও তরুণী তথ্যবহুল, শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক ও স্থানীয় নানা বিষয় নিয়ে ভালো কনটেন্ট তৈরি করছেন। ফলে কনটেন্ট তৈরি বা মিম সংস্কৃতিকে নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই।

তবে দর্শক টানতে গিয়ে অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি কিংবা কাউকে হেয় করার প্রবণতা কতটা গ্রহণযোগ্য। একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়া কিংবা বেশি ভিউ পাওয়া কোনো কনটেন্টের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয় না।

আজ ৫ সেপ্টেম্বর, আবারও ভাইরাল ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার সেই চ্যালেঞ্জ

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা আমির খান, আর মাধবন ও শারমান জোশি অভিনীত ‘থ্রি ইডিয়টস’। মুক্তির প্রায় ১৭ বছর পরও সিনেমাটির আবেদন এতটুকুও কমেনি। বাস্তবমুখী শিক্ষা ও ছাত্রজীবনের চাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তার পাশাপাশি হাস্যরসের সংমিশ্রণে তৈরি এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যই দর্শকের মনে দাগ কেটেছে।

তবে এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য আজও ভক্তদের সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় রয়েছে, যা প্রতি বছর ভক্তদের স্মৃতিতে ফিরে আসে। মনে আছে

চতুর রামালিঙ্গমের সেই অবিস্মরণীয় শিক্ষক দিবসের বক্তৃতার কথা?

পুরো বক্তৃতাটি যেমন দর্শকদের হাসিয়ে পেট ব্যথা করে দিয়েছিল, তেমনই ৫ সেপ্টেম্বর রাতে ওমি বৈদ্যের অভিনীত চরিত্র ‘চতুর’ কীভাবে র্যাঞ্চো ও তার বন্ধুদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল এবং পানির ট্যাঙ্কের দেয়ালে তারিখটি খোদাই করে গিয়েছিল, তা কেউ ভোলেনি।

এক দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও সেই আইকনিক চ্যালেঞ্জটি ভক্তদের মনে অমর হয়ে আছে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই স্মরণীয় সেপ্টেম্বর ৫-এর দৃশ্যটি আবারও নতুন করে ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া সেই দৃশ্যটির একটি ছবি ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘১৪ বছর হয়ে গেল, সাহস আছে? বল আসবি?’

এই পোস্ট দেখে ভক্তরা কমেন্ট বক্সে নানা হাস্যরসাত্মক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই যখন লক স্ক্রিনে এই তারিখটা দেখলাম, তখনই নিশ্চিত ছিলাম যে আজ ইন্টারনেট এই মিমেই ভরে যাবে।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘প্রতি বছর ওমি বৈদ্যকে নিয়ে একটি করে শর্ট ফিল্ম হওয়া উচিত, যেখানে তিনি নিজের বড়াই করার জন্য তাদের খুঁজে বেড়াবেন।’

অনেকেই আবার মজার ছলে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছাবার্তাও শেয়ার করেছেন। অনেকে গত ৫ সেপ্টেম্বরের আগেই ছবিটি পুনরায় দেখার স্মৃতিচারণ করেছেন।

এর আগে ২০২২ সালে অভিনেতা ওমি বৈদ্য নিজের অভিনীত সেই বিখ্যাত দৃশ্যটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি মজার ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তাকে ‘চতুর’-এর স্টাইলে নিজের বিলাসবহুল গাড়ি ও টাকা নিয়ে অহংকার করতে দেখা গিয়েছিল।

রাজকুমার হিরানি পরিচালিত ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমায় আমির খান, আর মাধবন, শারমান জোশির পাশাপাশি বোমান ইরানি, কারিনা কাপুরসহ আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া তারকাখচিত এই সিনেমাটি বলিউডের ইতিহাসের অন্যতম বড় ব্লকবাস্টার হিট ছবির তকমা অর্জন করে।

সূত্র: যুগান্তর।

[redacted]

[redacted]

এখন মেলার মতো লাগছে।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমাহার ও খোলামেলা পরিবেশ সবমিলিয়ে গড়পুকুর এখন ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। দোকানিরাও নতুন জায়গায় স্বস্তি নিয়ে ব্যবসা করছেন। তাদের মতে, আগে ফুটপাতে জায়গা সংকট, যানজট আর বসার স্থানের সংকটে ব্যবসা করা কঠিন ছিলো। এখন গড়পুকুরে তারা নির্ভয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাজ করতে পারছেন।

এ জে মোমো স্টেশনের আয়শা বলেন, আগে রাস্তায় মানুষজনকে বসানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন বসার ব্যবস্থা করায় ব্যবসা ভালো হচ্ছে।

মিস্টার স্মুদির ব্যবসায়ী সাকিব মাহমুদ বাপ্পী বলেন, রাস্তার তুলনায় এখানে অনেক ভালো ব্যবসা করছি। আগে জায়গা ছিল ছোট, অস্বাস্থ্যকর এবং নানা সমস্যায় পড়তে হতো। এখন আমরা ভালোভাবে খাবার রান্না করতে পারি, বিক্রি করতে পারি সবই সুবিধা হচ্ছে।

বার্গার ব্রাইটের রাকিবুল হাসান বলেন, এখানে খেতে আসা মানুষ আছে, কিন্তু খাবার নিয়ে যাওয়ার (টেকঅ্যাওয়ে) মানুষ কম। রাস্তায় যতটা বিক্রি হতো, এখানে তার চেয়ে কিছুটা কম বলা যায়।

গড়পুকুরের এই রূপান্তর শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, পথচারীদের চলাচল সহজ করেছে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য সৃষ্টি করেছে নতুন সম্ভাবনা।

চিত্রনায়িকা চাঁদনী মারা গেছেন

চিত্রনায়িকা সিলভী আজমী চাঁদনী মারা গেছেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বগুড়ার একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান।

চলচ্চিত্র পরিচালক বিপ্লব শরীফ গণমাধ্যমকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, চাঁদনী বেশ কিছু দিন ধরে থাইরয়েডের চিকিৎসা

নিচ্ছিলেন। সপ্তাহখানেক আগে ঢাকার হেলথ কেয়ারেও ভর্তি ছিলেন। সেখানে আইসিইউতে ছিলেন বেশ কয়েকদিন। সেখানে চিকিৎসার ব্যয়ভার চালাতে না পেরে চার দিন আগে ঢাকা থেকে তাকে নিজ শহর বগুড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানকার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার পর, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তিনি মারা যান।

সিলভীর মামা মাসুম বলেন, টাকার অভাবে আমরা ঢাকায় তার চিকিৎসা করাতে পারিনি। এজন্য তাকে বগুড়ায় নিয়ে আসতে হয়েছে। এখানে আনার চার দিনের মাথায় সে মারা গেল।

সিলভী আজমী চাঁদনী ২০০৭ সালে একটি পত্রিকার ফটোসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হয়েছিলেন। শাহাদত হোসেন লিটন পরিচালিত ‘বল না কবুল’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে তার যাত্রা শুরু হয়। এই ছবিতে শাকিব খানের ছোট বোনের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। তবে এ সময় তিনি চাঁদনী নামে পরিচিত হন।

২০১০ সালে চিত্রনায়ক ইমনের বিপরীতে ‘যেমন জামাই তেমন বউ’ সিনেমায় নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেন সিলভী।

প্রসঙ্গত ২০১১ সালে কক্সবাজারের এক হোটেল থেকে ইয়াবাসহ গ্রেফতার হন নায়িকা চাঁদনী। এ সময় তার সঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক জিএম সারওয়ারসহ আরও ছয়জন ছিলেন। এ কারণে তারা বেশ দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। পরে ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট সিলভি জামিনে মুক্তি পান। ২০১২ সালে ‘বাংলা ভাই’ সিনেমার মাধ্যমে তিনি আবারও ফিরে আসেন।

আইলারে নয়া দামান ও একজন তসিবার গল্প

‘আইলারে নয়া দামান আসমানেরও তেরা, বিছানা বিছাইয়া দেও শাইল ধানের নেড়া, দামান বও দামান বও’ নেটদুনিয়ায় ভাইরাল এই গানটি মানুষের মুখে মুখে আর একের পর এক ভিডিও হচ্ছে গানটি দিয়ে।

পুরনো গান হলেও নতুন করে গানটি আবারো মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। নতুন করে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সিলেটের দুই উদীয়মান শিল্পী প্রবাসী মুজা ও তসিবা।

তবে গানটির নতুন এই ভার্সনের শিল্পীর রয়েছে আক্ষেপ। গান ও নিজের স্বপ্নের কথা কালের কণ্ঠের সঙ্গে আলাপকালে তুলে ধরেছেন তসিবা বেগম।

ভাটির মেয়ে তসিবা বেগম। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজারের কামারগাঁও গ্রামে জন্ম। বেড়ে উঠা সিলেট নগরীর খাদিম নগর এলাকায়। তিন বোন এক ভাইয়ের মধ্যে তসিবা মেজ। ছোটবেলা থেকে গানের প্রতি আলাদা একটা টান ছিল তার। সেই টান থেকে গান গাওয়া শুরু। বাবা-মা সংগীতপ্রিয় হওয়ায় তেমন কোনো বাধার মুখে পড়তে হয়নি তাকে।

দীর্ঘদিন পর টিকটক ভিডিওয়ে বাজনা ছাড়া গান ও সিলেটের অঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে ভাইরাল হয়ে যান তিনি। সম্প্রতি তার গান শুনে প্রবাসী শিল্পী মুজা যোগাযোগ করেন। পরে দুজন এই গানে কণ্ঠ দেন। কথা ছিল গানটি নিয়ে বড় পরিসরে ভিডিও করার। কিন্তু তার আাগেই গানটি ভাইরাল হয় এক যুবতীর বিয়ের অনুষ্ঠান ও ডাক্তারদের নাচের ভিডিও। বিভিন্ন টিভি ও পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হলেও নাম আসেনি তসিবার। এতে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি।

তসিবা জানান, টিকটকের মাধ্যম খোলা গলায় গান গাওয়া। সেখানে আমার বিভিন্ন ধরনের গান রয়েছে। তার মধ্যে একটি আইলারে নয়া দামান। প্রবাসী শিল্পী মুজা ভাইয়ের কথায় সিলেট থেকে গানটি রেকর্ড করে দেই। পরে মুজা ভাইয়ের ইউটিউবে গানটি প্রকাশিত হয়। মুহূর্তে টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে গানটি ভাইরাল হয়। সবাই ক্রেডিট নিচ্ছে আমরা যে গান গাইলাম কেউ তো আমাদের কথা বলছে না।

তিনি বলেন, সবার ভাগ্যে সব জোটে না। আমার বেলাও তাই হয়েছিল। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কোথাও কোনো সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এবার যখন হলো তখন অন্যরা সেই সুযোগও নিতে চাচ্ছেন। আমার অনুপ্রেরণা বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের সাপোর্ট। সবার সাপোর্টে আজ আমার এই জায়গায় আসা।

তসিবা বলেন, গান নিয়ে দীর্ঘদিনের ইচ্ছে থাকায় এখনো কাজ করছি। বাসায় বসে বসে ভিডিও করে ইউটিউব ও টিকটকে আপলোড করছি। যেহেতু টিকটক থেকে আমার এই সুযোগ হয়েছে। তাই আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন ধরনের মেধা থাকে সেটা কেউ কাজে লাগাতে

পারে আর কেউ পারে না।

তিনি আরো জানান, গানটি ইউটিউবে প্রকাশের পর দেখতে পাই যে ছায়াছবি নামের একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের ইউটিউব পেজে দেওয়া এই ভিডিও চিত্রে খুলনার এক কনের বন্ধু-স্বজন নারীদের এই গানে নাচতে দেখা যায়। পরে ডাক্তারদের নাচের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অথচ অনেকেই বলেছেন এই গানটি না কি উনারা নিজেই গেয়েছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

তিনি বলেন, স্বপ্ন প্রত্যেকে দেখেন কিন্তু বাস্তব করাটা কঠিন। আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল ভালো প্ল্যাটফর্মে কাজ করার। যদি সুযোগ পাই কাজ করব। আল্লাহ আমার স্বপ্নের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সামনে ভালো আরো কিছু গান নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে।

করোনামুক্ত, ১৭ দিন পর ছেলেকে কোলে নিলেন শুভশ্রী

করোনা থেকে মুক্ত হয়ে মা শুভশ্রী গাঙ্গুলি বেরোলেন নিভৃতবাস থেকে। অন্যদিকে বাবা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ইউভানের গাড়িতে বেরিয়ে ‘জয় রাইড’। ইউভান গোটা বিষয়টা কতটা বুঝতে পারল, তা অবশ্য ঠিক বোঝা করা যাচ্ছে না, তবে বাবার আদরে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার আর সামান্যই বাকি! তা দেখে নেটিজেনদের অবশ্য আনন্দের সীমা নেই।

১৭ দিন পর নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে খুশি নায়িকাও। বেরিয়ে ছেলেকে দেখলেন আর ইউভানের ছোটবেলার নানা ভিডিওর কোলাজ পোস্ট করলেন ইনস্টাগ্রামে। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর নেটিজেনদের রোষে পড়েন শুভশ্রী। অনেকেই তাঁকে দোষারোপ করে লেখেন, ‘বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, তা সত্ত্বেও করোনা আবহে তিনি কেন রাজের প্রচারের গিয়েছিলেন?’

এদিকে জানা গেছে, ‘ডান্স ডান্স’ সেট থেকে ফিরেই উপসর্গ টের পান অভিনেতা। তারপরেই আক্রান্ত হন করোনায়। যাই হোক, মঙ্গলবার

দুপুরে নিভৃতবাস পর্ব শেষ হয় নায়িকার।

এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্রমাগত বাড়ছে করোনার দাপট। চারিদিকে হাহাকার। অক্সিজেন নেই, রক্ত নেই, হাসপাতালে বেড নেই। এমন আবস্থায় সম্প্রতি সকলকে সচেতন করলেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।

ফেসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন ‘আজ আমি রাজনৈতিক কোনো কথা বলতে আসিনি, সিনেমার কথাও বলব না, আজ আপনাদের সতর্ক থাকার কথা বলতে লাইভে এসেছি আমি। যেভাবে করোনা বাড়ছে, যেভাবে কাছের মানুষদের চলে যেতে হচ্ছে, আপনারা দয়া করে সতর্ক থাকুন। মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন।

স্যানিটাইজ করুন। জাতি, ধর্ম, রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। মানুষের জন্য ভালো কথা বলুন। এসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাদের।

সবাই সবার পাশে দাঁড়ান, সবাইকে উৎসাহ দিন। কারণ কোথাও বেড নেই, অক্সিজেন নেই, ওষুধ নেই, তাই এই সময় মনুষ্যত্ব দেখানো উচিত। যেটুকু সাহায্য করা যায় আমরা একে অপরকে করব। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন’। জিনিউজ

নাসিরকে জড়িয়ে গুঞ্জন : মারিয়া বললেন ‘স্রেফ বন্ধুত্ব, এর বাইরে কিছু না!’

বিমান বালা তামিমা তাম্মি ও ক্রিকেটার নাসির হোসেনের বিয়ে নিয়ে শোরগোলের মধ্যে নতুন বিতর্কে জড়ালেন মডেল মারিয়া মিম। নাসিরের সঙ্গে জড়িয়ে মিমকে নিয়ে নানা মুখরোচক কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছেন ক্রিকেটার নাসির হোসেনের সঙ্গে নাকি প্রেমের সম্পর্ক মিমের, আবার কেউ কেউ বলছেন নাসির তার সাবেক প্রেমিক।

বিষয়টি নিয়ে বিব্রত মারিয়া মিম মুখ খুললেন গণমাধ্যমে। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘বিভিন্নজন ফোন দিয়ে নাসির সম্পর্কে

নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। আমি অবাক হয়েছি বিষয়টি নিয়ে।

নাসিরকে জড়িয়ে গুঞ্জন বিষয়ে মিম আরও জানান, ‘নাসিরের বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত ছিল। অল্প কিছু মানুষ অবশ্য সেই আকদ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিল। সেখানে গিয়েছি। নাসিরের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও তুলেছিলাম। ওসব ফেসবুকে পোস্ট করার পর থেকেই যন্ত্রণায় পড়েছি। মানুষ ক’দিন থেকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। আর শনিবার নাসিরকে নিয়ে নতুন খবর প্রকাশ হবার পর আরো শুরু হয়েছে- আমি নাকি নাসিরের প্রেমিকা ছিলাম।’

তাহলে নাসিরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি প্রশ্নের উত্তরে মিম বলেন, ‘স্রেফ বন্ধুত্ব। নাসির আমার বন্ধু। সেই হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর বাইরে কিছু না। বন্ধুর সঙ্গে কিছু ছবি তুলেছি, এই যা- এর বাইরে কিছু নয়।’

বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকেও একটি পোস্ট লিখেছেন মারিয়া। তিনি জানান, ‘নাসির নাসির করে আমাকে মেসেজ দেওয়া বন্ধ করেন। কারো পারসোনাল লাইফ নিয়ে পড়ে থাকি না। ওর ওয়াইফ-এর কাহিনি সত্য না মিথ্যা তাতো জানতে পারছেন। আমার কাছে জানার কি আছে?’

উল্লেখ্য, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেন ক্রিকেটার নাসির হোসেন। অভিযোগ উঠেছে, আগের স্বামী মো. রাকিব হাসানকে তালাক না দিয়েই নাসিরকে বিয়ে করেছেন তামিমা তাম্মি। এমনকি নাসির ও রাকিবের আগে তামিমার ছয় মাসের আরও একটি সংসার ছিল বলেও শোনা যাচ্ছে। গতকাল দিনভর এসব বিতর্কের পরও রাতেই বিবাহোত্তর সংবর্ধনা সারেন নাসির-তামিমা।

বলিউডে অনেকেরই ‘চোখের বালি’ ছিলেন প্রিয়াঙ্কা

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও পদ্মশ্রীসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত পেয়েছেন তিনি। হলিউডে অভিনয় করেও কুড়িয়েছেন খ্যাতি।

কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রিয়াঙ্কাকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা মোটেও সহজ ছিল না। বলা যায়, বলিউডের গ্লোবাল আইকন প্রিয়াঙ্কা শুরু থেকেই অনেকের ‘চোখের বালি’ ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন তার ম্যানেজার অঞ্জুলা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কার ম্যানেজার অঞ্জুলা বলেন, “মনে আছে আমি যখন প্রথম প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম, তখন অনেকে বিশেষ করে অনেক ভারতীয় নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে আমার বন্ধু মণীশ গোয়েলের বাড়িতে ডিনারে গিয়েছিলাম, সেখানে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বেশকিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রিয়াঙ্কার বিষয় নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, ‘প্রিয়াঙ্কা কখনও কাজ করতে পারবে না। আমি কেন আমার সময় নষ্ট করছি।”

বলিউডের অনেকে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কাজ না করার কথা বললেও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন অঞ্জুলি। তা জানিয়ে প্রিয়াঙ্কার ম্যানেজার বলেন, “এসব কথা শুনে তখন সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিল। একবার মনে হয়েছিল সত্যিই কি আমি আমার সময় নষ্ট করছি? তবে আমার আত্মবিশ্বাস টলে যায়নি। আমি একটা অলীক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। বলিউড থেকে প্রিয়াঙ্কাকে হলিউডে আনা কি ঠিক হচ্ছিল? তবে প্রিয়াঙ্কার চোখ দুটো যখন দেখলাম, তখন আমার বিশ্বাস হলো। প্রিয়াঙ্কাকে না বলা যায় না, তাকে আটকে রাখা যায় না।”

‘অন্যের স্ত্রী’ বিয়ে, নাসিরকে সাবেক প্রেমিকার অভিনন্দন

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারি) তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেন ক্রিকেটার নাসির হোসেন। আর ১৯ ফেব্রুয়ারি করেন বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। তবে অভিযোগ উঠেছে, আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই নাসিরকে বিয়ে করেছেন তামিমা তাম্মি।

তামিমার স্বামী দাবি করা রাকিব এ বিষয়ে থানায় জিডি করেছেন।

এদিকে নাসিরের সাবেক প্রেমিকা অভিনেত্রী হুমায়রা সুবাহও কথা বলেছেন। অন্যের বউ বিয়ে করায় তিনি নাসিরকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন। গণমাধ্যমের একটি সংবাদ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করেন হুমায়রা। ফিলিং মুড দিয়েছেন ‘স্যাড’। আর লিখেছেন, ‘কিছুই বলার নেই’ বাই দ্যা ওয়ে ‘অভিনন্দন’।

অপরদিকে রাধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় নাসিরের বিরুদ্ধে জিডিও করেছেন রাকিব। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও (ওসি) শাহ মো. আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস।

রাকিব পুলিশকে জানান, ২০১১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিন লাখ টাকা দেনমোহরে তাদের বিয়ে হয়। গেল ১১ বছরে স্ত্রীর পড়াশোনা থেকে শুরু করে জব সবক্ষেত্রেই তিনি সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেন, আমার আট বছরের একটি মেয়ে আছে। এখনও আমাদের ডিভোর্স হয়নি। কোনো নোটিশ ছাড়া কীভাবে আমার স্ত্রী ৮ বছরের বাচ্চাকে ফেলে অন্য একজনকে বিয়ে করল, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।’

শাহরুখ খান নাকি আরিয়ান, কে বসে রয়েছেন?

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এ বছরের নিলামের এক চমকপ্রদ ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন জুহি চাওলা। এই ছবি তিনি শাহরুখ খানের সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে পোস্ট করেছেন। জুহি চাওলার সেই পোস্ট করা ছবিতে নিজের মেয়ে জাহ্নবী মেহতা ও এসআরকে পুত্র আরিয়ান খানকে দেখা গিয়েছে। তারা দু’জনেই আইপিএল নিলামের টেবিলে বসে রয়েছেন।

তবে নেটিজেনরা যদি জুহি চাওলার ক্যাপশন না পড়েই সোজা ছবির দিকে তাকান, তবে আরিয়ানকে শাহরুখ খান ভাবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।

ছবিতে, আরিয়ান কালো রঙের টি–শার্ট পরে রয়েছেন এবং তিনি সাদা কাপে চুমুক দিচ্ছেন। তারকা পুত্রের অর্ধেক মুখ কাপে ঢাকা পরে রয়েছে এবং তাতেই আরিয়ানকে তার বাবা শাহরুখ খানের মতোই মনে

হচ্ছে। আরিয়ানের পাশেই বসে রয়েছেন জুহি চাওলা কন্যা জাহ্নবী মেহতা। তার পরনে ডেনিম শার্ট। তিনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।

টুইটারে এই ছবি শেয়ার করে জুহি চাওলা লিখেছেন, ‘খুব আনন্দিত আমি কেকেআর শিশু, আরিয়ান ও জাহ্নবী উভয়কে নিলাম টেবিলে দেখতে পেয়ে।’

এই ছবি দেখার পর অনেক নেটিজেনই আরিয়ানকে শাহরুখ খান ভেবে ভুল করে বসেন।